114

দৈনিক বাংলা

তারিখ 09.JAN.1996 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ... ...

ভর্তি সংকট ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ

শীতকালটা বাংলাদেশে সুসময়। সূর্য নিষ্করুণভাবে দাহ ছড়ায় না। প্রকৃতি প্রশান্ত থাকে। বাজারে নতুন চাল ওঠে, শাকসবজি মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। দামও কিছুটা নিম্নমুখী হয়। বিদেশীরা বাংলাদেশের শীতকে বলেন বসন্তকাল। তাদের ভাষায় মধুর সময়।

এ সময় ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা শেষ হয়ে রেজাল্ট বেরিয়ে যায়। শিশুরা নতুন ক্লাসে ওঠার জন্যে এবং নতুন বই হাতে নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে।

কিন্তু এখানেই যে যত গোলমাল। এমন মধুর শীতকালে অভিভাবকদের মনে কাঁটার মত মাথা তুলে থাকে ভর্তি সমস্যা। ভর্তি সমস্যা নানাভাবে এখন একটি জাতীয় সমস্যার রূপ নিয়েছে।

প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সর্বত্র ভর্তি সমস্যা। সর্বত্র দুয়ার বন্ধ। সর্বত্র তরুণ শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে হতাশা।

প্রথমত, প্রাইমারী স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত-অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। সীট থাকে না। স্কুলে হয়ত সব ছাত্রছাত্রী শেষ পর্যন্ত ভর্তি হয়। কিন্তু বাঞ্ছিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তির সুযোগ পায় তাদের সবাই বাঞ্ছিত বিষয় পড়ার সুযোগ পায় না। যার ফিজিক্স পড়ার কথা সে হয়ত ইসলামিক স্টাডিজ-এ ডিগ্রী নিয়ে বেরোয়। যে সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়াশোনা করলে ভাল করত, তাকে হয়ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ডিগ্রী নিতে হয়।

ভর্তি পরীক্ষা 'যদি লাইগ্যা যায়'-এর মত লটারীর ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এক মার্ক অথবা পয়েন্ট ফাইভ মার্কের জন্যে একজন ছাত্রের জীবন ওলটপালট হয়ে যায়। অথচ ভর্তি পরীক্ষা মানসম্মত কোন পাবলিক এগ্‌জামিনেশন নয়। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় ভর্তি পরীক্ষার মান উঁচু-নীচু হয়, মার্কিংয়ে হেরফের ঘটে এবং সেই সঙ্গে আছে আরও অনেক ব্যাপার।

গত ৪ঠা জানুয়ারী দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক বিশেষ রিপোর্টে জানা গেছে, এবার রাজধানীর ২৪টি সরকারী হাইস্কুলে মাত্র পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। কিন্তু যে হারে ভর্তি ফরম বিক্রি হচ্ছে তাতে অনুমান করা যায় যে ২৪টি সরকারী স্কুলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় দেড় লাখ। সেই সংখ্যায় ভর্তি ফরম বিক্রি হবে।

এই ভর্তি পরীক্ষার জন্যে হরতাল বাঁচিয়ে তারিখ ও নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই নীতিমালা সর্বক্ষেত্রে কতখানি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে সে বিষয়ে অভিভাবকরা সন্দিহান। একটি ভাল স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করার জন্যে অভিভাবকরা জীবনের সকল সঞ্চয় পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় প্রধান সংকট—ভাল স্কুলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভর্তি করাতে চান। ফলে সেখানে ভর্তিজট লাগে। ভর্তিজট লাগলে নানা অপ্রকাশ্য পথের সন্ধান শুরু হয়। কোথাও ডোনেশন, কোথাও ব্যক্তিগত বিনোদন, কোথাও সুপারিশ, কোথাওবা হুকুম—এভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি চলছে।

সংকট আসলে ভাল স্কুল-কলেজের সংকট। এমন বহু স্কুল-কলেজ আছে যারা লাল সালুতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিজ্ঞাপন টানিয়েও ছাত্রছাত্রী পায় না। আবার এমন অনেক স্কুল-কলেজ আছে যেখানে হাজার হাজার টাকা ডোনেশন দিয়েও উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা যায় না।

আসলে সংকট ভাল স্কুলের, ভাল কলেজের, ভাল পঠন-পাঠনের। দেশের সব স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান যদি সমপর্যায়ের; এমন কি কাছাকাছি মানেরও হত, তাহলে এই সংকট দেখা দিত না।

ঢাকার কয়েকটি নির্দিষ্ট স্কুল ও কলেজ আছে যেখানে ভর্তি হতে পারলে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের গতিধারা একেবারে বদলে যায়। সারা বিশ্বেই ছাত্রছাত্রীদের মেধার মানে তারতম্য আছে। সবাই ভাল ছাত্র হয় না। কিন্তু একজন কেউ ভাল ছাত্র হবে কি হবে না, সে সম্ভাবনা আমাদের দেশে অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যায়। সোজা এবং বাঁকা পথ দিয়ে যারা ভাল স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে পারে তারাই শেষ পর্যন্ত দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে। যারা সকল মেধা নিয়েও হড়কে পড়ে যায় তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকে। এই বৈষম্য দূর করা দরকার।

স্বীকার করি, সব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সমান হয় না। আমেরিকায়ও সব ইউনিভার্সিটি হার্ভার্ড বা স্ট্যানফোর্ডের সমতুল্য নয়। বৃটেনেও সব উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ নয়। তবে সেখানে সকল মাপের এবং সকল মানের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ আছে। কারিগরি শিক্ষার সুযোগও প্রসারিত। আমাদের দেশে হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র স্কুল ও কলেজ শিক্ষার মান কিছুটা রক্ষা করে চলেছে এবং সেগুলির দরজায়ই ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়। অভিভাবকরা জনেন ওই সব বিখ্যাত স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে পারলে তাদের শিক্ষা জীবন নিশ্চিত।

এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোলেও আমরা দেখতে পাই যে হাতে গোনা কয়েকটি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই মেধা তালিকার মধ্যে থাকে এবং স্টার ও লেটার মার্কস পায়। বিশেষ করে গ্রামের স্কুলগুলি খারাপ রেজাল্ট [illegible]র। কোন কোন স্কুলের ছাত্ররা ফার্স্ট ডিভিশন পর্যন্ত পায় না।

গ্রামের স্কুলগুলি যেমন ছাত্র পায় না তেমনি আবার সেখানে লেখাপড়াও হয় না। সেখানে না আছে উপযুক্ত শিক্ষক, না লাইব্রেরী, না ল্যাবরেটরী, না শিক্ষার অন্য কোন উপকরণ। গ্রামের স্কুলগুলিতে ভর্তি সমস্যা নেই কিন্তু লেখাপড়ার সমস্যা আছে। গ্রামের স্কুলগুলি এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্র পাঠানোর ফ্যাক্টরি মাত্র।

এই বৈষম্য দূর করার রাস্তা হচ্ছে সব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান অন্তত একটি ন্যূনতম পর্যায়ে আনা। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতিক্রমী হতে পারে, স্পেশালাই[illegible] হতে পারে, কিন্তু সকল ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা একটি স্তর পর্যন্ত ন্যূনতম পর্যায়ের হওয়া দরকার। আমাদের দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এসব কথা ভাবেন বলে মনে হয় না। বদলীর জন্যে অথবা বদলী ঠেকানোর জন্যে যেখানে অর্থমূল্যে কিংবা অন্যভাবে দেনদরবার করতে হয়, যেখানে ভর্তির জন্যে তদবির চলে সেখানে শিক্ষার ভবিষ্যৎ কি?

—পর্যবেক্ষক

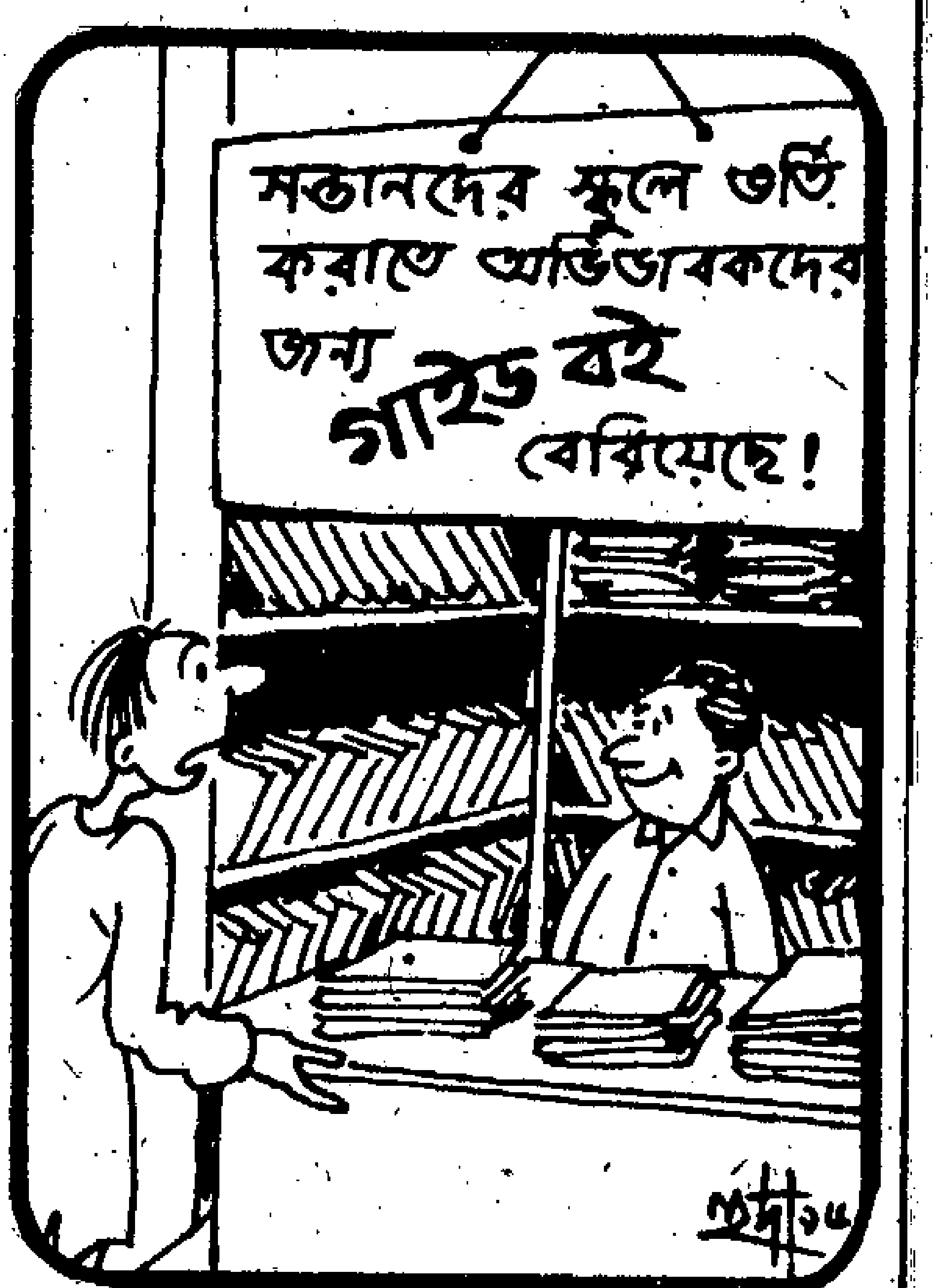
সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাতে অভিভাবকদের জন্য গাইড বই বেরিয়েছে!